তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

লামায় ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

■ লামা (বান্দরবান) সংবাদদাতা

লামা উপজেলার ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পাঠদান চলছে। শ্রেণিকক্ষ ও অবকাঠামোগত সমস্যায় উন্মুক্ত স্থানে খোলা আকাশের নিচে অনেক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

এদিকে উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এলজিইডির প্রধান কার্যালয়ে অনেকবার তালিকা পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার যতীন্দ্র মোহন মন্ডল।

উপজেলার আজিজ নগর ইউনিয়নের ইসলামপুর বি আলম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয় গত ১৯৯৭-৯৮ সালে। তিন কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবনের ছাদে ফাটল ধরেছে। ওয়াল ভেঙে খসে পড়েছে। প্রধান শিক্ষক নুরুল আবছার জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের ২৩৮ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম হুমকিতে পড়েছে। শ্রেণি কক্ষের অভাবে পাঠদানে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের শহীদ জিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা খুবই নাজুক। যে কোনো মুহূর্তে ভবন ধসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ত্রিডেবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জসিমউদ্দিন জানিয়েছেন, যে কোনো মুহূর্তে পাহাড় ধসে বিদ্যালয়ের মূল ভবনটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এছাড়াও উপজেলার অন্য জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হলো ফাইতং হেডম্যান পাড়া, গজালিয়া হেডম্যান পাড়া, দরদরী, কম্পোনিয়া পাড়া, কলারঝিরি মংপ্রু পাড়া, মেরাখোলা, দরদরী পাড়া, রাজবাড়ি, দুই নং চাম্বী, ত্রিডেবা পাড়া, রাঙ্গা ঝিরি, ঠান্ডা ঝিরি, চাম্বি, বড় ফারাঙ্গা ও চেয়ারম্যান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পিইডিপির আওতায় জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে বান্দরবান আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর এমপি ডিও লেটারও দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন লামা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ ইসমাইল।

এলজিডির লামা উপজেলা প্রকৌশলী মো. মোবারক হোসেন জানান, এলজিডি হতে জরাজীর্ণ এ সকল বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ চেয়ে তালিকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ না আসায় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।